বার্ষিক প্রতিবেদন

২০০৭ ইং

প্রতিবেদন প্রনয়নে

প্রধান অফিস

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ওআরএ)

জেমিনি টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ

মোবাঃ ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৭৩৪১৫১১২২

ঢাকা অফিস

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ওআরএ)

২৭১ / ৭, নীচ তলা, জাফরাবাদ, শংকর,মোহাম্মদপুর,ঢাকা-১২০৭

ফোনঃ৯১২৯৪১০. মোবাঃ ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৫৫২৩৮৮০৭৫

Email: oradhakaora @yahoo.com

পট ভূমি

হাওর বাওরের অঞ্চল কিশোরগঞ্জ। এ জেলাটির বেশীর ভাগ এলাকা জুড়ে রয়েছে হাওর অঞ্চল। ঐ এলাকার বেশীর ভাগ সময়ই থাকে পানি। ঐ পানি বন্দী কালীন সময়ে গরীব মারনুষের আয় রোজগারের কোন উপায় থাকেনা। শুকনো মৌসুমে যা উপার্জন করে পানি বন্দীকালীন সময়ে তা বসে বসে শেষ করে। তাই সারা দেশের ন্যায় এখানেও রয়েছে বেকারত্ব,অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা,চিকিৎসা ও বাসস্থানের অভাব। এ সকল বিবিধ সমস্যা সমাধান করে তাদের উন্নয়ন কল্পে অর্গনাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেনট (ওআরএ) সংস্থাটি ১৯৮৮ সালের ১লা জুন থেকে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার রামনগর গ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হাজারো সমস্যাযুক্ত দরিদ্র মানুষের সমস্যা সমাধান করা ও,আর,এ এর একার পক্ষে সম্ভব নহে। ওআরএ জন্ম লগ্ন থেকে দরিদ্র মানুষের দারিদ্রতা বিমোচনের লক্ষ্যে সমস্যা সমাধানের কৌশলগুলো বাতলিয়ে সে মোতাবেক কাজ করার প্রয়াস চালিয়ে যাচেছ। ও,আর,এ বর্তমানে বিভিন্ন দাতা ও সহযোগী সংস্থার আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মসুচী চালিয়ে যাচেছ। এ প্রতিবেদনে ও,আর,এ এর কার্যক্রমের কিছুটা হলেও প্রতিফলন ঘটবে।

এই রিপোর্ট তৈরীতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে বিশেষ করে সংস্থার পরিচালক সাঈদা সোখায়নাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রতিবেদনের মাঝে কোন ভূল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ভবিষ্যৎতে শুধরানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

শুভেচ্ছান্তে,
এ্যাড. ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
ও,আর,এ, কিশোরগঞ্জ।

অফিস পরিচিতি

প্রধান অফিস :	ঢাকা অফিসঃ
অর্গানাইজেশন ফর রূরাল এডভান্সমেন্ট (ও.আর.এ) জেমিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ মোবাইল ঃ ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৭৩৪১৫১১২২	অর্গানাইজেশন ফর রূরাল এডভান্সমেন্ট (ও.আর.এ) ২৭১/৭ (নীচ তলা) জাফরাবাদ, শংকর, মোহাম্মদপুর,ঢাকা-১২০৭ মোবাইল ঃ১০৭১১৬২২৬০৯,০১৫৫২৩৮৮০৭৫ ফোন ঃ ৯১২৯৪১০ ইমেইল:oradhakaora @ yahoo.com

শাখা অফিস

ও,আর,এ-করিমগঞ্জ অফিস	ও,আর,এ-নিয়ামতপুর অফিস	ও,আর,এ-ইটনা অফিস
সৌহার্দ্দ ,ক্ষুদ্র ঋন ও শিক্ষা করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ। ০১৭১৬৭৮৬২২৫, ০১৭১২-১৫৩০৫৭	সৌহার্দ্দ কর্মসূচী নিয়ামতপুর, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ০১৭১৬৮৫৮০৮৬	সৌহার্দ্দ কর্মসূচী ইটনা, কিশোরগঞ্জ। ০১৭১৯৬৪০৬৭৯

প্রকল্প অফিস

ও,আর,এ-কিশোরগঞ্জ	ও,আর,এ-নেত্রকোনা অফিস
HIV /AIDS প্রতিরোধ কর্মসূচী জেমিনি টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ। মো:০১৭১৮৬৪৭৭৭৬	HIV /AIDS প্রতিরোধ কর্মসূচী জয়নগর (পশু হাসপাতালের পিছনে) নেত্রকোনা। ০১৭১৮২৩২৭৪৭

ও,আর,এ-তাড়াইল অফিস	ও,আর,এ-অষ্ট্রগ্রাম অফিস
PLCEHD-1 কর্মসূচী কলেজ রোড, তাড়াইল কিশোরগঞ্জ। ০১৭২৪৭২৬৯৮৫	অষ্ট্রগ্রাম পাইলট স্কুল সংলগ্ন অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। ০১৭১৯১০৯৭৪৬

ভূমিকা ঃ

অর্গানাইজেশন ফর রূরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) একটি সমাজ সেবা মুলক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের আত্নপ্রকাশ ১৯৮৮ সালের ১ লা জুন কিশোরগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত করিমগঞ্জ উপজেলার জয়কা ইউনিয়নের রামনগর নামক অবহেলিত এক নির্ভৃত পল্লীতে। এর উদ্যোগতা এবং প্রতিষ্ঠাতা হলেন এ্যাডভোকেট ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম। শুরূতে অর্গানাইজেশন ফর রূরাল ডেভেলপমেন্ট (ও,আর,ডি) নামে ইহা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা সমাজে অবহেলিত, জীবন যাত্রা সাধারন মানের নীচে অবস্থান করছে তাদের আর্থ সামাজিক ভাবে উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪ এপ্রিল ১৯৯১ তারিখ সমাজসেবা বিভাগ ময়মনসিংহ কর্তৃক নিবন্ধীকৃত হয় যার নিবন্ধন নম্বর কিশোর ০১৬৫ কিন্তু ১৯৯৪ সনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধন করার সময় সংস্থার নাম কিছুটা পরিবর্তন করে বর্তমান নামকরন অর্গানাইজেশন ফর রূরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) করে নিবন্ধন করা হয়। যার নিবন্ধন নম্বর ৮২৮ তারিখ ০৯-০৫-১৯৯৪ ইং। পরবর্তীতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধীত হয় এবং যার নিবন্ধন নং ২০২/০৬ তারিখ ২৩-০৫-২০০৬ ইং।

সংস্থার লক্ষ্য ঃ

সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র অবহেলিত পুরূষ ও মহিলা জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ণ।

সংস্থার ভিশন ঃ

স্থানীয় এবং বহিরাগত সম্পদ বিশেষ করে মানব, কৃষি, পশু ও পানি সম্পদের মত আরও কিছু সম্পদ সমাবেশীকরনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাস্থ দুস্থ, গরীব, ক্ষমতা বঞ্চিত গ্রামীন এবং শহরের পুরূষ ও মহিলাদের জীবনের মান উন্নয়ন করে সমাজে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

সংস্থার উদ্দেশ্য ঃ

সংস্থা তার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন কর্মসুচীর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে ঃ

- লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দল গঠন এবং সঞ্চয়ের অভ্যাসের মাধ্যমে সঞ্চয় তহবিল গঠন করা।

- সংগঠিত দলে ঋন দানের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থানের সৃষ্ঠি করা।
- হাওর এলাকার বন্যা প্রবন অতি দরিদ্র পরিবারের খাদ্য অনিশ্চয়তা কমিয়ে এনে আয় ও কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্ম এলাকায় সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা।
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- HIV /AIDS প্রতিরোধে অত্যন্ত ঝুকিঁপূর্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে সেবা প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি।
- কৃষি, পশু সম্পদ, বনায়ণ ও মৎস সম্পদের উন্নয়ন।
- আর্থ সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক বৈষ্যমতা দূর করা।
- মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা কর্মসুচী
- স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ ও ব্যাক্তি স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা।
- সামাজিক যোগাযোগ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে দরিদ্র মানুষের জন্য কমিউনিটি কন্ট্রিভিউশানে উন্নয়ন কর্মসুচী পরিচালনা।
- দল গঠনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন করা।
- ভোটার এডুকেশনের মাধ্যমে গনতন্ত্রায়ন।

বর্তমান কর্ম এলাকা ঃ

জেলা		উপজেলা		ইউনিয়ন		গ্রাম/ মহল্লা
সংখ্যা	নাম	সংখ্যা	নাম	সংখ্যা	নাম	
০১	কিশোরগঞ্জ	১	কিশোরগঞ্জ সদর	০১	কিশোরগঞ্জ পৌর সভা	০৯
				০২	বৌলাই	০৪
				০৩	কর্ষাকরিয়াইল	০১
				০৪	রশিদাবাদ	০২
		০২	করিমগঞ্জ	০১	করিমগঞ্জ	০৮
				০২	নিয়ামতপুর	০৬
				০৩	সুতারপাড়া	১০
				০৪	কাদিরজঙ্গল	০১
				০৫	গুজাদিয়া	০১
				০৬	নোয়াবাদ	১৯
				০৭	গুনধর	০৬
				০৮	জয়কা	১০
				০৯	দেহুন্দা	০২
				১০	বারঘরিয়া	০৭
				১১	জাফরাবাদ	০৩
		০৩	তাড়াইল	০১	দাহিমা	০৪
				০২	দীঘ দাইর	০১
		০৪	ইটনা	০১	ইটনা সদর	০৪
				০২	জয়সিদ্ধি	০৪
				০৩	চৌগাংগা	০৪
				০৪	বড়ই বাড়ী	০৪
				০৫	এলংজুরী	০৫
				০৬	মৃগা	০৭
				০৭	ধনপুর	০৭
				০৮	বাদলা	০৪
				০৯	রায়টুটি	০৫
০২	নেত্রকোনা	০৫	নেত্রকোনা সদর	০১	নেত্রকোনা সদর	০৯
০২		০৫		৩৭		১৪৭

বর্তমান কর্মসুচী ঃ

- দল গঠন ও সঞ্চয় তহবিল গঠন।
- ঋনদান এবং আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

- সৌহার্দ্দ কর্মসুচী।
- এইচ,আই,ভি/এইড্স প্রতিরোধ কর্মসূচী।
- আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা।
- উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা।
- মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা।
- সামাজিক যোগাযোগ ও এ্যাডভোকেসী।
- নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন।
- শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা।
- শিশু অধীকার সংরক্ষন বিষয়ক কর্মসূচী পালন।
- পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা (মা ও শিশু) কর্মসূচী।
- প্রশিক্ষন (সাধারন ও কারিগরি)।
- কৃষি, পশু ও মৎস সম্পদের উন্নয়ন।

মোট লক্ষিত জনগোষ্ঠী:

কর্মসুচীর ধরন	দলের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	লক্ষিত জনগোষ্ঠী
ক্ষুদ্র ঋন কর্মসুচী	১৫১	২১৬৫	১১৮৫০
সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী	-	২১৬৫০	১৮৪২৫০
		মোট	১৯৬১০০

মোট কর্মী:

পুরুষ	মহিলা	মোট
১০৭	২৫৬	৩৬৩

প্রকল্প ভিত্তিক কর্মীর বিবরন ঃ

ক্রঃনং	কর্মসূচীর নাম	নিয়মিত কর্মী			প্রকল্প কর্মী			সর্ব মোট		
		পুঃ	মঃ	মোট	পুঃ	মঃ	মোট	পুঃ	মহিলা	মোট
০১	দল গঠন ও ঋন দান কর্মসূচী	০৫	০২	০৭	-	-	-	০৫	০২	০৭
০২	HIV/AIDS প্রতিরোধ কর্মসূচী	০৬	১৮	২৪	-	-	-	০৬	১৮	২৪
০৩	সৌহার্দ্দ কর্মসূচী	২৮	০৫	৩৩	৩০	১৪৫	১৭৫	৫৮	১৫০	২০৮
০৪	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন কর্মসূচী	০২	০১	০৩	-	-	-	০২	০১	০৩
০৫	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	০৫	৪৮	৫৩	-	-	-	০৫	৪৮	৫৩
০৬	আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	০১	০৩	০৪	-	-	-	০১	০৩	০৪
০৭	সামাজিক যোগাযোগ ও এ্যাডভোকেসী	-	-	-	০৮	০৩	১১	০৮	০৩	১১
০৮	মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১	-	-	-	১৬	১৫	৩১	১৬	১৫	৩১
০৯	আনন্দ স্কুল	০৬	১৬	২২	-	-	-	০৬	১৬	২২
	মোট	৫৩	৯৩	১৪৬	৫৪	১৬৩	২১৭	১০৭	২৫৬	৩৬৩

বর্তমান দাতা সংস্থার নাম ও কার্যক্রম ঃ

ক্রঃনং	দাতা সংস্থার নাম	কার্যক্রম
০১	সংস্থা ও উপকারভোগী	সঞ্চয় ও দল গঠন
০২	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ও সংস্থা	ঋনদানের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থান
০৩	WORLD BANK / DFID ও স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়,গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।	HIV / AIDS প্রতিরোধ কর্মসূচী
০৪	প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রানালয়, গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।	আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা।
০৫	প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রানালয়, গন প্রজাতন্ত্রী	Reaching Out of School Children

	বাংলাদেশ সরকার।	(ROSC) (অনন্দ স্কুল)
০৬	প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রানালয়, গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।	মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ (পিএলসিইএইচডি)
০৭	USAID & CARE-Bangladesh	সৌহার্দ্দ কর্মসূচী
০৮	ব্র্যাক	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ।
০৯	ব্র্যাক	সামাজিক যোগাযোগ কর্মসূচী
১০	এনজিও ফোরাম ফর ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন

কর্মসূচী ভিত্তিক পরিচিতি :

০১. দল গঠন ও সঞ্চয় কর্মসূচী:

ও,আর,এ তার মূল লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে দারিদ্রতা বিমোচন প্রচেষ্ঠা সমূহের যে বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে আসছে তা হলো দল সংগঠন। কেননা ও,আর,এ বিশ্বাস করে যে প্রতিটি মানুষেরই সৃষ্ঠিশীল প্রতিভাসমূহ সুপ্ত থাকে যা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ সৃষ্টিশীল প্রতিভাসমূহের বিকশিত করতে পারা যায়। মানুষের সেই সুপ্ত প্রাতিভাকে বিকশিত করতে চাই সাংগঠনিক শক্তি। আর দল সংগঠনের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পরের সৃষ্ঠিশীল ধারনা, বিশ্বাস, ক্ষমতা একত্রিত হয়ে একটি শক্তি সৃষ্টি হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই সহযোগিতার অভাবের ফলে তাদের উন্নতির অন্তরায় দিকগুলো তাদের উন্নতিকে বাধাগ্রস্থ করেছে এবং এক শ্রেনীর স্বার্থান্বেশী মহল তাদের নির্যাতন চালিয়ে শোষন করছে। এই স্বার্থান্বেশী মহল থেকে পরিত্রান পেতে হলে চাই সাংগঠনিক শক্তি। শুধুমাত্র দল সংগঠন হলে চলবেনা, দরকার মজবুত সাংগঠনিক শক্তি। আর সেই সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন অর্থের। কিন্তু সেই অর্থ আসবে কোথা থেকে ? সেই অর্থ আসার একমাত্র উপায় হলো সঞ্চয়। তাই ও,আর,এ তার লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সঞ্চয়ের অভ্যাস করানোর মাধ্যমে এই তহবিল গঠনের প্রয়াস চালিয়ে যাচেছ।

ডিসেম্বর ২০০৭ ইং পর্যন্ত দল গঠন ও সঞ্চয় তহবিল গঠনের সার্বিক তথ্য ঃ

ক্র:নং	বিবরন	পুরুষ	মহিলা	মোট	মোট সঞ্চয়
০১	দল গঠন	২৯	১২২	১৩৪	৬,৯৬,৬৯১.০০
০২	দলীয় সদস্য	৩১৪	১৮৫১	১৭৫৩	

০২. ঋনদান কর্মসূচী:

ও,আর,এ - পি,কে,এস,এফ, স্যাপ-বাংলাদেশ এবং সংগঠিত দলীয় সদস্যদের সঞ্চয় থেকে সংগৃহীত অর্থের মাধ্যমে সংস্থার ঋনদান কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে। এই কর্মসূচী পালনের ক্ষেত্রে পি,কি,এস,এফ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। পি,কে,এস,এফ এর আওতায় সংস্থায় ঋন দান কর্মসূচীর জানুয়ারী-২০০১ ইং থেকে ডিসেম্বর ২০০৬ ইং পর্যন্ত বৎসর ভিত্তিক ঋন প্রাপ্তির বিবরন নিম্নে দেখানো হলো ঃ

বৎসর	প্রাপ্ত টাকা	পুঞ্জিভূত টাকা (লক্ষ)
২০০১- ২০০৭ ইং তারিখ পর্যন্ত	১,৬৪,৫০,০০০.০০	১,৬৪,৫০,০০০.০০
২০০১	২,০০,০০০.০০	১,৬৬,৫০,০০০.০০
২০০২	১০,০০,০০০.০০	১,৭৬,৫০,০০০.০০
২০০৩	২১,০০,০০০.০০	১,৯৬,৫০,০০০.০০
২০০৪	৩৫,০০,০০০.০০	২,৩১,৫০,০০০.০০
২০০৫	২২,০০,০০০.০০	২,৫৩,৫০,০০০.০০
২০০৬	২৮,০০,০০০.০০	২,৮১,৫০,০০০.০০
২০০৭	২৬,০০,০০০.০০	৩,০৭,৫০,০০০.০০

পি,কে,এস,এফ এর আওতায় ঘুর্নায়মান তহবিল হিসাবে ডিসেম্বর - ২০০৭ ইং পর্যন্ত বিতরন করা হয়েছে সাত কোটি বাহাত্তর লক্ষ বার হাজার দুইশত (৭,৭২,১২,২০০.০০) টাকা এবং আদায় হয়েছে সাত কোটি ষোল লক্ষ তিষষ্ঠি হাজার ছয় শত চল্লিশ (৭,১৬,৬৩,৬৪০.০০) টাকা বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে স্থিতি আছে পঞ্চান্ন লক্ষ আট চল্লিশ হাজার পাঁচশত ষাইট (৫৫,৪৮,৫৬০.০০) টাকা।

পি,কে,এস,এফ এর আওতায় চলতি বৎসরে যে সকল প্রকল্পে ঋন প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	ঋন বিতরনের খাত	ঋনীর সংখ্যা (জন)
১	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৯২২ জন
২	হাঁস মুরগী পালন	২০৩ জন
৩	গরু মোটা তাজা করন	১৪৫ জন
৪	দুগ্ধবর্তী গাভী ক্রয়	১১৫ জন
৫	ধান ভানা / চাউলের ব্যবসা	২৭০ জন
৬	কুঠির শিল্প	৫০ জন
৭	কৃষি	১৭৫ জন
৮	ছাগল পালন	৯৫ জন
৯	মৎস্য চাষ প্রকল্প	১০৯ জন
১০	রিক্সা ক্রয়	৭৫ জন
	মোট :	**২১৫৯ জন**

০৩: HIV / AIDS প্রতিরোধ কর্মসূচী:

এইচ আই ভি /এইড্স/এসটিডি -এর ক্রমবর্ধমান হুমকি ধীরে ধীরে এশিয়া অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত , থাইলেন্ড ও মায়ানমার এ দেখা দিচ্ছে। ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশও এর প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে বাংলাদেশ সরকার সমস্যাটির ভয়াবহতা কথা ভেবে দেশের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে এইচ আই ভি /এইড্স/এসটিডি প্রতিরোধ কর্মসূচী বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয় । রুরাল পুওর ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন **(আর,পি,ডি,ও)**, লিড এনজিও সহ আরও তিনটি সহযোগী সংস্থা ও,আর,এ , আসর এবং সি,ডি, ডব্লিউ,এফ এর মাধ্যমে আরপিডিও কনসোর্টিয়াম গঠন করে এইচ আই ভি /এইড্স/এসটিডি প্রতিরোধ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত আগষ্ট-২০০৪ ইং তারিখে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ্যে ইউনিসেপের সাথে চুক্তি বদ্ধ হয়। সে লক্ষ্যে আরপিডিও কনসোর্টিয়াম বাংলাদেশ সরকারের আর্থায়নে এবং ইউনিসেফ এর কারীগরি সহায়তায় এইচ আই ভি /এইড্স/এসটিডি প্রতিরোধ কর্মসূচী বাস্ত বায়ন কল্পে ঢাকা বিভাগের ০৮ টি এবং খুলনা বিভাগের ০৫ টি জেলায় হোটেল ও আবাসিক এলকায় অত্যন্ত ঝুকিপূর্ন জনগোষ্ঠীদের নিয়ে এইচ আই ভি /এইড্স প্রতিরোধ কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে। এরি ধারাবাহিকতায় অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট **(ও,আর,এ)** ঢাকা বিভাগের ০২ টি জেলা কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনায় এইচ আই ভি /এইড্স/এসটিডি প্রতিরোধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ

হোটেল ও আবাসিক এলাকায় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে এইচ আই ভি এইড্স/এসটিডি সংক্রান্ত সচেতনতাবৃদ্ধি এবং ক্লিনিকেল সেবা প্রদান।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- হোটেল ও আবাসিক এলকায় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে এইচ আই ভি /এইড্স/এসটিডি সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধ করা।
- এইচ আই ভি /এইড্স/এসটিডি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আচরনগত পরিবর্তনের জোর প্রচেষ্ট (একক আলোচনা ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে)
- অত্যন্ত ঝুকিপূর্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রবক্তনা কর্মসূচী চালু করা।
- ক্লিনিকের মাধ্যমে রেফারেল সেবা নিশ্চিত করা।
- অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে কনডমের ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ডিসেম্বর ২০০৭ ইং পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্য্যক্রম সমুহ ঃ

ক).ঝুঁকি পূর্ন জনগোষ্ঠীর সাথে দলীয় ও একক আলোচনা করা।
খ). যৌন রোগী চিহ্নিত করন।
গ). বোগীদের ক্লিনিকে আনা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
ঘ). অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে কনডমের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা ও বিতরন করা।
ঙ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা এবং সামাজিক,রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন।
চ) গন সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ব এইডস দিবস পালন ও র‍্যালীর আয়োজন করা।

প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠির সাথে এইচআইভি/এইডস-এর বিস্তার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে ফ্লিপচার্ট প্রদর্শন করে কাউন্সিলিং করছেন কর্মী মদিনা আক্তার।

দলীয় আলোচনা ও একক আলোচনায় অংশ গ্রহন কারীর সংখ্যা ঃ

জেলা	দলীয় আলোচনা		একক আলোচনা	মোট জন (দলীয় + একক)
	দল #	অংশগ্রহনকারী	অংশগ্রহনকারী	
কিশোরগঞ্জ	৩৫৫	১৭৪০	৫৪৫৫	৭১৯৫
নেত্রকোনা	৩৭৪	২৮৯৪	৪৯১২	৭৮০৬
সর্বমোট	**৭২৯**	**৪৬৩৪**	**১০৩৬৭**	**১৫০০১**

দলীয় আলোচনা ও একক আলোচনার বিষয় সমুহ ঃ

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য
- এইচ আই ভি /এইড্স/এসটিডি কি? কিভাবে ছড়ায় ও এর প্রতিকার।
- কনডম ব্যবহারের সঠিক নিয়ম।
- যৌন রোগ সম্পর্কে ধারনা।
- ক্লিনিক্যাল সেবা সম্পর্কে ধারনা।

এ্যাডভোকেসী ঃ

ডিআইসি ইনচার্জ বিভিন্ন পেশায় কর্মরত যেমন সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা ,হোটেল ম্যানেজার , হোটেল বয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দদের ব্যাক্তিবর্গের সংগে এ্যাডভোকেসী করেন ।

জেলা	এ্যাডভোকেসী	
	সংখ্যা	অংশগ্রহনকারী
কিশোরগঞ্জ	০৫	১০৫
নেত্রকোনা	০৩	৬০
সর্বমোট	**০৮**	**১৬৫**

ক্লিনিকেল সেবা ঃ

প্রতিটি ডিআইসিতেই ডাক্তরের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সপ্তাহে তিনদিন নিয়মিত ভাবে রোগী দেখা এবং ঔষধ প্রদান করা হচ্ছে। পুরাতন রোগীদেরও ফলোআপ করা হয়। ফলোআপের বিষয় সমূহ নিম্নরুপ:

- নিয়মিত ঔষধ সেবন
- নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ডাক্তারকে তার রোগের পরিস্থিতি অবহিত করা ও সঠিক পদ্ধতিতে কনডম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এর ব্যবহার বৃদ্ধি করা।নিম্নে ক্লিনিকেল সেবার তথ্য প্রদান করা হলো:

এইচআইভি/এইডস-এর প্রতিরোধ কর্মসূচী নেত্রকোনা জেলার ডিআইসি অফিসে ক্লিনিক দিবসে রোগী দেখছেন ডাক্তার রাজেশ কুমার দাস।

জেলা	সেবা প্রাপ্তদের সংখ্যা			
	মহিলা	পুরুষ	শিশু	সর্ব মোট
কিশোরগঞ্জ	৪৬৫	১৭৫	৬৯	৭০৯
নেত্রকোনা	৫৩২	৩০২	১৩৩	৯৬৭
মোট	৯৯৭	৪৭৭	২০২	১৬৭৬

কনডম বিতরন

এইচ আইভি এইড্স প্রতিরোধের অন্যতম উপায় হলো যৌন মিলনের সময় কনডম ব্যবহার করা কিন্তু জনগনের সচেতনতার অভাবে কনডম ব্যবহারে অনীহা বয়েছে। আর এই সচেতনতা বৃদ্ধি করে সঠিক কনডম ব্যবহারে উদ্বোদ্ধ করন করার লক্ষ্যে ২০০৭ ইং তারিখে কিশোরগঞ্জ ডিআইসি-র মাধ্যমে ৩১৫৩৭ টি কনডম এবং নেত্রকোনা ডিআইসির মাধ্যমে ৩৬৩০০ টি কনপম বিতরন করা হয়েছে।

কর্মী প্রশিক্ষন :

প্রশিক্ষনের নাম	প্রশিক্ষনের মেয়াদ কাল	মহিলা	পুরুষ	মোট
মত বিনিময় কর্মশালা	০১ দিন	১৫	০৩	১৮
ইস্যু ভিত্তিক এ্যাডভোকেসী	০২ দিন	০১	০৩	০৪

পরিকল্পনা বর্হিভূত কার্যক্রম:

২০০৭ সনে কিশোরগঞ্জ জেলা আনসার /ভিডিপি অফিসের সহযোগীতায় ৬০ জন আনসার /ভিডিপি সদস্যদের সাথে এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। তা ছাড়াও জনগনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মশালা, আলোচনা সভা এবং র‍্যালীর আয়োজন করা হয়েছে।

০৪. সৌহার্দ্দ কর্মসুচী:

সৌহার্দ্য কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশঃ

লক্ষ্য: সৌহার্দ্য কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হল "২০০৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মোট ১৮ টি জেলার ৪ লাখ দুঃস্থ্য পরিবারের স্থায়ী এবং অস্থায়ী খাদ্য অনিশ্চয়তা স্থায়ীভাবে কমিয়ে আনা"।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ:

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য -১ :

লক্ষ্যিত খানাগুলোর অধিকার সংরক্ষন ও সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিকরনের মাধ্যমে দূর্দশাগ্রস্থ খানার সেবার প্রাপ্যতা ও তাদের খাদ্য নিশ্চয়তা বিধানে অর্থনৈতিক সুযোগের উন্নয়ন ঘটিয়ে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা। এক কথায় ঝুকিপূর্ণ খানার খাদ্যের সুযোগ ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা । (কৃষি, মৎস্য, সবজি, হাঁস, মুরগী, গরু ছাগল, ভেড়া, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি)।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ২ :

প্রকল্পভূক্ত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির টেকসই উন্নয়ন হবে।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য: ৩

লক্ষ্যিত ঝুকিপূর্ণ খানার ৪ লক্ষ নারী এবং বালিকার ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি হবে।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য: ৪

লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রস্তুতি, প্রশমন ও সাড়া প্রদানে কার্যকর ভাবে সক্ষম হবে।

সৌহার্দ্য কর্মসুচীর নীতিমালা:

অতি দরিদ্রদের অগ্রাধিকার দেয়া
কমিউনিটি কর্তৃক পরিচালিত অংশ গ্রহন মূলক প্রক্রিয়া (Community Led Process)
বিদ্যমান গ্রুপ / প্রতিষ্ঠানের অগ্রাধিকার দেয়া
অবকাঠামোগত কাজের পূর্বে Software-এর কাজ করা।
স্থানীয় / প্রচলিত জ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন করা।
অবহেলিত এলাকা এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেয়া।
নারী পুরুষের সাম্যতা" ষিয়টিকে সত্রিকার অর্থে কার্যকর করা।
অধিকার ভিত্তিক কর্মসুচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা।
পরিবেশগত সমীক্ষা ও পরিবীক্ষন করা।
অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা, ঠিকাদারীর ভিত্তিতে নয়।

সৌহার্দ্য কর্মসুচীর এ্যাপ্রোচ সমূহ:

কমিউনিটি লেড এ্যাপ্রোচ (Community Led Approach)
অধিকার ভিত্তিক এ্যাপ্রোচ (Rights based Approach)
অংশীদারিত্বমূলক এ্যাপ্রোচ (Partnership Approach)

প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

- প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করা
- বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন
- স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি (এস এম সি) ও প্যারেন্ট টিচার এসোসিয়েশন (পি টি এ) গঠন
- সঞ্চয় দল, কিশোর-কিশোরী দল, মায়েদের দল ও সাংস্কৃতিক দল গঠন

দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রাশিক্ষণ:

- মাঠ ফসল আবাদ প্রশিক্ষন
- শাক সবজী আবাদ প্রশিক্ষণ
- সমন্বিত বসতবাড়ি উন্নয়ন প্রশিক্ষন
- মৎস চাষ প্রশিক্ষন
- আই জি এ প্রশিক্ষন

বিভিন্ন উপকরন সহায়তা প্রদান:

- সবজির বীজ
- ফলজ ও বনজ গাছের চারা
- হাঁস-মুরগীর বাচ্চা
- গরু-ছাগলের বাচ্চা
- মাছের পোনা

সৌহার্দ্যে কর্মসূচীতে খাদ্য সহায়তার ধরন

- কাজের বিনিময়ে খাদ্য- আকাল/মঙ্গাকালীন সময়ে সাময়িক কর্মসংস্থান। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী অভাবকালীন সময়ে পরিচালিত হবে। ভৌগলিক অঞ্চল ভেধে কাজের বিনিময়ে খাদ্যকর্মসূচী বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত হবে ।
- গর্ভবতী ও ০-২ বছর বয়সী শিশুর মায়েদের- পুষ্টি চাহিদা পূরণ
- দূর্যোগ কালীন বিশেষ মূহুর্থে জরুরী ত্রান প্রদান।

খাদ্যের পরিমানঃ

Commodity	*Wheat (Soft white)*	*Oil (Refined Soybea)*	*Yellow peas*	*Total*
Ration size for FFW	*2 Kg /person day*	*0.3 Kg/ person day*	*0.1 Kg/ person day*	*2.4 Kg/ person day*
Ration size for MCHN	*12 Kgs /month*	*1.5 Kgs /month*	*0.5 kgs /month*	*14 kgs/month*

কাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

সৌহার্দ্যে কর্মসূচী কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে সেগুলো হলঃ

- কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার (সিআরসি) নির্মান
- বাজার নির্মান
- সামাজিক স্থান (Community Place) উচুকরণ
- গ্রাম সম্প্রসারণ (Mound Extension)
- পুকুর/খাল খনন বা পুন: খনন
- স্কুল বা বাজার সংযোগ সড়ক নির্মান
- গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মান
- গভীর ও অগভীর নলকূপ নির্মাণ

সৌহার্দ কর্মসূচী আওতায় তাড়াইল উপজেলার ডামিহা ইউনিয়নে কৃষি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এড. ফকির মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম এবং মঞ্চে উপবিষ্ট তাড়াইল উপজেলার মাননীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ডামিহা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মহোদয়।

সৌহার্দ্যে কর্মসূচীর অন্যান্য কার্যক্রমঃ

- লক্ষিত খানা ও গ্রাম গুলোতে ১০০% স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যাবহার নিশ্চিত করা
- লক্ষিত গ্রাম গুলোতে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গুলোর সাথে গ্রামবাসীদের নিয়ে গ্রাম/ইউনিয়ন/ উপজেলা পর্যায়ে মিটিং/কর্মশালা করা।
- বিভিন্ন উন্নয়ন কামটি গঠন ও পূণ:গঠন করা।
- নারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান।
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সরকারী কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং সেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- বিভিন্ন সচেতন মূলক ক্যাম্পেইন, র‍্যালী, কর্মশালা ও আলোচনা সভা করা।

সৌহার্দ কর্মসূচী আওতায় আইজিএ সহায়তা প্রাপ্ত সৌহার্দ কর্মসূচীর উপকার ভূগি ছাগল পালনে ব্যাস্ত।

এক নজরে ২০০৭ ইং সনে সৌহার্দ্দ কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য কাজের অগ্রগতি:

- ইনপুট সার্পোট প্রদান:

ক্র.নং	ইনপুট সার্পোটের ধরন	উপজেলার নাম ও উপকৃতের সংখ্যা			মোট
		করিমগঞ্জ	ইটনা	তাড়াইল	
০১	রিকসা বিতরন	২৭ জন	১০ জন	১৩ জন	৫০ জন
০২	ছাগল বিতরন	২১৮ জন	৩৪২ জন	৪০ জন	৬০০ জন
০৩	গরু বিতরন	২০ জন	-	৩০ জন	৫০ জন
০৪	আয় বর্দ্ধনের জন্য সগদ ৩,০০০.০০ টাকা প্রদান	৫৪ জন	১৭২ জন	২৪ জন	২৫০ জন
০৫	ফলের চারা বিতরন ১০ টি	২৭০০ জন	৮২৯০ জন	১০১০ জন	১২০০০ জন
০৬	বিভিন্ন ধরনের শাক সব্জীর বীজ বিতরন	৫৩৮ জন	১৮৭৯ জন	২১৮ জন	২৬৩৫ জন

- শিক্ষা কার্যক্রম ২০০৭ ইং এর তথ্য:

কাজের ধরন	কেন্দ্রের সংখ্যা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		
					ছাত্র	ছাত্রী	মোট
আরলি চাইল্ডহোড ডেভলেপমেন্ট	০৮ টি	করিমগঞ্জ	০৪ টি	০৮ টি	১৭ জন	২৪৩ জন	২৬০ জন
	০২ টি	তাড়াইল	০১ টি	০২ টি	৪০ জন	৭০ জন	১১০ জন
	১৮ টি	ইটনা	০৯ টি	১৭ টি	৪১৩ জন	৫৬৭ জন	৯৮০ জন
				মোট ছাত্র ছাত্রী			
একতা দল	০৩ টি	করিমগঞ্জ	০২ টি	০৩ টি	-	৯০ জন	৯০ জন
	০৬ টি	ইটনা	০৬ টি	০৬ টি	-	১৮০ জন	১৮০ জন
				মোট ছাত্র ছাত্রী		২৭০ জন	২৭০ জন

- স্বাস্থ্য পুষ্টি কার্যক্রম:

ক্র.নং	খাবার বিতরন	উপজেলার নাম ও উপকৃতের সংখ্যা			মোট	মন্তব্য
		করিমগঞ্জ	ইটনা	তাড়াইল		
০১	গর্ভবতী মাদের জন্য পুষ্টিকর সম্পুরক খাবার প্রদান	৬২১ জন	১২৯১ জন	১৮৫ জন	২০৯৭ জন	প্রতিমাসে একজন গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মায়ের প্রাপ্ত রেশন গম-১২ কেজি, তেল-১.৫ কেজি, ডাল-০.৫ কেজি
০২	দুগ্ধবতী মাদের জন্য পুষ্টিকর সম্পুরক খাবার প্রদান	১২৯০ জন	৩৫৩০ জন	৩৪৩ জন	৫১৬৩ জন	

- কাঠামোগত কাজ:

কাজের ধরন	করিমগঞ্জ উপজেলা		ইটনা উপজেলা		তাড়াইল উপজেলা		মন্তব্য
	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	
কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার তৈরী	-	-	০১ টি	১ টি	-	-	
কমিউনিটি প্লেইস উন্নয়ন	১ টি	১ টি	৪ টি	৪ টি	১ টি	১ টি	
মাটি ভরাট করে গ্রাম সম্প্রসারন	-	-	৬ টি	৬ টি	-	-	
কমিউনিটি লেট্রিন তৈরী	১ টি	১ টি	৪ টি	৪ টি	১ টি	১ টি	
ফসল রক্ষা বাধ তৈরী	-	-	২ টি	২ টি	-	-	
গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল তৈরী	-	-	১ টি	১ টি	-	-	

ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশস সংক্রান্ত:

কাজের ধরন	করিমগঞ্জ উপজেলা		ইটনা উপজেলা		তাড়াইল উপজেলা		
	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	
ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন	২ টি	২ টি	৩ টি	৩ টি	-	-	
টিউবওয়েল মেরামত	১৬ টি	১৬ টি	৫০ টি	৩১ টি	৩ টি	৩ টি	
১০০ % স্লেটিন	৭ টি	৭ টি	৯ টি	৯ টি	-	-	

০৫.নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন ঃ

ক.স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন:

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল এটা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে সারা বৎসর রোগাক্রান্ত হয়ে ভুগতে হয় তাদের। স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব দারিদ্রতার একটি অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ন কারন হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাই সরকারী কর্মকান্ডের পাশাপাশি ও,আর,এ ১৯৯৩ সাল থেকেই প্রকল্প এলাকায় এনজিও ফোরাম ফর ড্রিকিং ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী চালিয়ে আসছ। স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়গুলি হলোঃ

→ সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা।

→ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরী ও ব্যবহার করন।

→ ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচছন্নতা।

২০০৭ সনে সৌহার্দ্দ কর্মসুচী এবং এনজিও ফোরাম এর যৌথ সহযোগীতায় প্রকল্প এলাকায় ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন কার্যক্রমের আওতায় গ্রাম উন্নয়ন কমিউনিটির সহযোগীতায় ১৬ টি গ্রামকে ১০০% লেট্রিন কভারেজের আওতায় আনা হয়েছে। এ কাজগুলুর সঠিক বাস্তবায়ন কল্পে নিম্নোক্ত কাজগূলু করা হয়: যেমন

- গ্রাম উন্নয়ন কমিটি মিটিং
- উঠান বৈঠক
- স্কুল মিটিং
- দলীয় মিটিং
- ইমাম ওরিয়েন্টেশন

০৬. আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা:

বিদ্যালয়বীহিন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন

শিক্ষা সর্বত্র মানুষের অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। বিশ্বব্যাপী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে , মানুষও ক্রমবর্ধমানভাবে তাতে আগ্রহ প্রকাশ করছে । বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা 'মৌলিক অধিকার' হিসেবে স্বীকৃত। শিক্ষা প্রসারের সর্বাত্বক চেষ্টা একটি গণতান্ত্রিক উদ্যোগ হয়ে উঠতে পারে । এজন্য দরকার শিক্ষা নীতি ,পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়ন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট , প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রনালয় ,শিক্ষা ভবন, ঢাকা এর আর্থিক সহায়তায় কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার জাফরাবাদ ইউনিয়নের বিদ্যালয় বিহীন গ্রাম মাঝিরকোনায় একটি ৭০ ফুট দীর্ঘ বারান্দা সহ চৌচালা টিনের ঘর তৈরী করা হয়। স্কুল গৃহটি ডিসেম্বর ২০০৪ ইং তারিখে সম্পন্ন করে বর্তমানে ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও চার জন শিক্ষক শিক্ষয়ীত্রি নিয়ে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা কারী সংস্থা ও,আর,এ এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকতার্র সার্বিক তত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

০৬. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা:

০৬.ক. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা:

কিশোরগঞ্জ জেলার মাঝে করিমগঞ্জ উপজেলার বেশরি ভাগ এলাকাই হলো হাওর এলাকা। বর্তমানে কিশোরগঞ্জে সাক্ষরতার হার হলো ৪৬% । এর মাঝে করিমগঞ্জের অবস্থা আরও করুন। যা হউক পিছিয়ে পরা জন গোষ্ঠীর ছেলে মেয়েদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্র্যাক এর সহায়তায় নভেম্বর-২০০৩ ইং হতে শুরু কবে ডিসেম্বর-২০০৫ইং তারিখ পর্যন্ত ১০ টি শিক্ষা কেন্দের মাধ্যমে ৩০০ শত ছাত্র ছাত্রী সফলতার সাথে কোর্স সম্পন্ন করে বর্তমানে তারা উচ্চতর ক্লাশে শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। জানুয়ারী ২০০৬ ইং তারিখ থেকে পুনরায় তিন বৎসর মেয়াদী ১০ টি শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। তা ছাড়া EC-এর অর্থায়নে নভেম্বর-২০০৭ ইং থেকে ডিসেম্বর-২০১০ ইং পর্যন্ত সমাজে পিছিয়ে পড়া ছেলে মেয়েদের জন্য ৩৮ স্কুল শুরু হয়েছে। নিম্নে স্কুলের তথ্য প্রদান করা হলো:

- ব্র্যাক-এর সহায়তায় পরিচালিত স্কুরের তথ্য:

জেলার নাম	উপজেলা	ইউনিয়ন	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		মোট
				ছাত্র	ছাত্রী	
কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	নোয়াবাদ	০৪ টি	২৮ জন	৯২ জন	৩০০ জন
		করিমগঞ্জ	০৩ টি	২৩ জন	৬৭ জন	
		বারঘরিয়া	০১ টি	০৮ জন	২২ জন	
		দেহুন্দা	০২ টি	১৪ জন	৪৬ জন	

- EC-এর অর্থায়নে পরিচালিত স্কুলের তথ্য:

জেলার নাম	উপজেলা	ইউনিয়ন	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		মোট
				ছাত্র	ছাত্রী	
		নোয়াবাদ	০৫ টি	৪২জন	১০৮ জন	১৫০ জন
কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	জয়কা	০৮ টি	৬২ জন	১৭৮ জন	২৪০ জন
		বারঘরিয়া	০৪ টি	৩৫ জন	৮৫ জন	১২০ জন
		কাদির জংগল	০৪ টি	৩৬ জন	৮৪ জন	১২০ জন
		জাফরাবাদ	০৭ টি	৫৬ জন	১৫৪ জন	২১০ জন
		নিয়ামতপুর	০৫ টি	৪১ জন	১০৯ জন	১৫০ জন
		করিমগঞ্জ	০৪ টি	৩৬ জন	৮৪ জন	১২০ জন
		দেহুন্দা	০১ টি	০৯ জন	২১ জন	৩০ জন
মোট		**০৮ টি**	**৩৮ টি**	**৩১৭ জন**	**৮২৩ জন**	**১১৪০ জন**

ইউরোপিয়ান কমিশনের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে অভিভাবকদের মিটিং পরিচালনা।

০৬.খ. উপানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষা:

দেশের মানুষের সাক্ষরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী এবং বেসরকালী ভাবেও বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক শিক্ষা কর্মসুচী হাতে নেয়া হয়েছে। মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্পটি হলো এর-ই একটি। এ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো ১১-৪৫ বৎসরের নব্য সাক্ষরদের লেখাপড়ার মান উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্বি প্রশিক্ষন প্রদান করে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। প্রকল্পটি ব্যুরু অব নন ফরমাল এ্যডুকেশন (বিএনএফই), প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রনালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-র আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে।

ও,আর,এ-র আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত সংস্থাকে কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন অষ্ট্রগ্রাম এবং তাড়াইল উপজেলায় উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার লক্ষে চুক্তিবদ্ধ হয়। প্রকল্পের কাজ ০১-১০-২০০৫ ইং তারিখ থেকে শুরু হয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত চালু আছে। প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো:

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা			সহায়ক সহায়িকার সংখ্যা		
				পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
কিশোরগঞ্জ	অষ্ট্রগ্রাম	কাছতুল	০৩	৯০	৯০	১৮০	০৩	০৩	৬০ জন
		বাংগাল পাড়া	০৩	৯০	৯০	১৮০	০৩	০৩	
		দেওঘর	০৯	২৭০	২৭০	৫৪০	০৯	০৯	
	তাড়াইল	তালজাংগা	০৪	১২০	১২০	২৪০	০৪	০৪	
		সাচাইল	০৩	৯০	৯০	১৮০	০৩	০৩	
		দীঘ দাইর	০৪	১২০	১২০	২৪০	০৪	০৪	
		বামিহা	০৪	১২০	১২০	২৪০	০৪	০৪	
মোট	**০২ টি**	**০৭ টি**	**৩০ টি**	**৯০০**	**৯০০**	**১৮০০**	**৩০**	**৩০**	

০৬.গ: রিচিং আউট অব স্কুল চিল্ড্রেন (রক্ষ প্রকল্প)

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হাতে নিয়েছে ঝড়ে পরা ছাত্র ছাত্রীদের জন্য **রিচিং আউট অব স্কুল চিল্ড্রেন (রক্ষ প্রকল্প) যা আনন্দ** স্কুল নামে পরিচিত। স্কুলটি পরিচালিত হবে পাঁচ বৎসরের জন্য। ও,আর,এ রক্ষ প্রকল্প বাস্ত বায়ন করার জন্য ইতোমধ্যেই চুক্তি বদ্ধ হয়েছে। জুলাই ২০০৫ ইং তারিখ থেকে কার্যক্রম শুরু হয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত কার্যক্রম এর তথ্য তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো:

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা			সহায়ক সহায়িকার সংখ্যা		
				ছেলে	মেয়ে	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	দেহুন্দা	০৬ টি	৭০	৯৯	১৬৯	০৫ জন	১৭ জন	২২ জন
		নিয়ামতপুর	০৫ টি	৬৮	৭১	১৩৯			
		নোয়াবাদ	১১ টি	১৪৪	২০২	৩৪৬			
মোট		**০৩**	**২২ টি**	**২৪২**	**৩৭২**	**৬৫৪**	**০৫ জন**	**১৭ জন**	**২২ জন**

০৭. শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা:

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) বাংলাদেশ শিশু অধীকার ফোরম-ঢাকার একটি সহযোগী সংগঠন হিসেবে শিশুদের অধীকার সংরক্ষনে বিভিন্ন সময়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমাজের সর্বস্থরের জনসাধারনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি ও গন জাগরন সৃষ্টির লক্ষ্যে ফোরম -র আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় কর্মশালা, সেমিনার এর আয়োজন করা হয়ে থাকে।

শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক জেলা মনিটরিং কমিটির সভার কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করছেন কমিটির সদস্যবৃন্দ।

০৮. সামাজিক যোগাযোগ ও এ্যাডভোকেসী কর্মসূচী:

মানুষ মানুষের জন্য এমন একটি চিন্তা চেতনা থেকেই ও,আর,এ তার কর্ম এলাকায় অনেক দিন ধরেই কিছু না কিছু কাজ করে যাচ্ছিল। এলাকার জনগনকে উদ্বোদ্ধকরনের মাধ্যমে স্যানিটেশন কর্মসূচী সহ আরও কিছু কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছিল। গত সেপ্টেম্বর-২০০৪ থেকে বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক) এর আর্থিক সহায়তায় সামাজিক যোগাযোগ ও এ্যাডভোকেসী কর্মসূচী চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

০৯.ক. কর্মসূচীর উদ্দেশ্য:

প্রকল্প এলাকায় সমাজের প্রতিটি স্থরের মানুষের মাঝে বিশেষ করে বিত্তবানদের মাঝে অবহেলিত জনসাধারনের জন্য কিছু করনীয় আছে এ বোধটুকু জাগিয়ে তুলে সমাজ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ দিয়ে গরীব মানুষের জন্য কিছু করা।

০৯.খ. প্রকল্প কর্মসূচী সমূহ:

- নাট্যকর্মী বাহিনী তৈরী করা।
- কর্ম এলাকার গরীবদের সমস্যা নিয়ে নাটক তৈরী।
- প্রকল্প এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে নাটক প্রদর্শন করা।
- ভিডিও প্রদর্শনী,অডিও ক্যাসেট বাজানো এবং আলোচনা।
- যোগাযোগ ফোরাম তৈরী করা।
- উপজেলা কর্মশালা আয়োজন করা।
- ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে কর্মশালা।

সামাজিক যোগাযোগ কর্মসুচীর এক নজরে ২০০৭ ইং তারিখের অগ্রগতি:

ক্রমিকনং	সহায়তার ধরন	সহায়তার পরিমান	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
০১	ঘর মেরামত	২,০০০.০০	০২ জন	এ সহায়তা গুলু যোগাযোগ ফোরামের সদস্যগন সেচ্ছা প্রনোদিত হয়ে নিজেদের উদ্দোগে সংগৃহীত তহবিল থেকে প্রদান করেছেন।
০২	ল্যট্রিন প্রদান	২,০০০.০০	০৫ জন	
০৩	চিকিৎসা সহায়তা	৮,০০.০০	০২ জন	
০৪	বিবাহ সংক্রান্ত সহায়তা	৫০০.০০	০১ জন	
০৫	গাছের চারা বিতরন	৪০.০০	০২ জন	
০৬	স্কুল প্রতিষ্টা	১,২০০.০০	৯০ জন	
০৭	টিউশন	৪০০.০০	২০ জন	

১০. জাকাত তহবিল:

১০.ক.তহবিলের লক্ষ্য:

সমাজের বিত্তবানদের কাছ থেকে জাকাত সংগ্রহ করে গরীব মানুষের জন্য কিছু করাএবং যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলা করা।

১০.খ.তহবিলের উদ্দেশ্য:

- পংগু ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- ভিক্ষুকের হাতকে আয় ও কর্ম সংস্থান সুষ্টির হাতে পরিনত করা।
- হত দরিদ্র লোকদের আবাসন ব্যবস্থা ও আয় ও কর্ম সংস্থান এর ব্যবস্থা করা।
- এতিম ছেলে মেয়েদের শিক্ষার কাজে সহায়তা করা।

১০.গ.২০০৭ ইং তারিখ পর্যন্ত জাকাত তহবিল থেকে সহায়তা প্রদানের বিবরন:

ক্রমিক নং	সহায়তার ধরন	উপকার ভোগীর সংখ্যা	টাকার পরিমান
০১	ক্ষুদ্র ব্যবসা	০৬ জন	১৮,০০০.০০
০২	শিক্ষার জন্য সহায়তা	০২ জন	৪,০০০.০০
০৩	ঘরের জন্য জমি ক্রয়ে সহায়তা	০২ জন	১৩,০০০.০০
০৪	ছাগল পালন	০১ জন	৭৫০.০০

১০.ঘ. খাদ্য সহায়তা ও কোরবানী প্রোগ্রাম-২০০৭ ইং:

দি জাকাত ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ ২০০৭ ইং সনে করিমগঞ্জ উপজেলায় ২০০ জন পংগু ,দু:স্থ, এতিম ছেলেমেয়েদের জন্য ইদুল ফোরের ঈদের পূর্বে কাদ্য সহায়তা কর্মসুচী বাস্তবায়ন করা হয়। এর ফলে কর্ম এলাকায় এনজিও কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারন জনগনের চিন্তা চেতনা/ ধারনা পাল্টে দেয়। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল ০৫ কেজি, আলু ০২ কেজি, ঢাল আদা কেজি, তৈল এক লিটার, চিনি এক কেজি এবং সেমাই দুই প্যাকেট।

১০.ঙ. কোরবানী প্রোগ্রাম-২০০৭ :

দি জাকাত ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ ২০০৭ ইং সনে করিমগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় ৪০০ জন পংগু ,দু:স্থ, এবং এতিম ছেলেমেয়েদের মাঝে দুটো গরু এবং ১৭ টি ছাগল কোরবানী করে তাদের মাঝে কোরবানীর মাংস বিতরন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে করিমগঞ্জ উপজেলার মাননীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রধান অতিতি এবং উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার , জাকাত ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধী মৌলভী আবুল কালাম আজাদ ও ওআরএ-র নির্বাহী পচিালক এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইষলাম বিশেষ অতিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

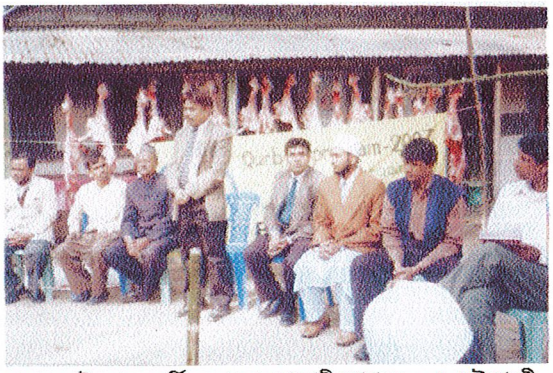

জাকাত ফাউন্ডেশনে আর্থিক সহায়তা কোরবানী প্রোগ্রাম ২০০৭ এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন করিমগঞ্জ উপজেলার বা মাননীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং মঞ্চে উপবিষ্ট জাকাত ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি মৌলভী আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও ওআরএ-এর নির্বাহী পরিচালক।

১০.চ. দুর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রম:

২০০৭ ইং সনের প্রলংকরী সিডর-এ ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যার্থে ঢাকা ও কিশোরগঞ্জের বিত্তবানদের আর্থিক সহায়তায় মঠবাড়িয়া উপজেলায় ৮০০ টি পরিবারে নিম্নোক্ত সহযোগীতা করা হয়:

২০০৭ এ সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত মঠবাড়ীয়া উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করছেন ওআরএ-এর নির্বাহী পরিচালক এবং পার্শে উপবিষ্ট ওআরএ-এর পরিচালক ও আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা মোঃ তৌহিদুল ইসলাম।

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	সহায়তার ধরন	পরিমান
পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	মঠবাড়িয়া পৌর সভা,সাপলেজা, টিকি কাটা, আমরাগাছিয়া,বড় মাছুয়া, বেতমোড় ও তুষখালি ইউনিয়ন	১.কম্বল	০১ টি
			২. চাউল	০৫ কেজি
			৩. আলু	০১ কেজি
			৪. পানির বোতল (২ লি.)	০১ টি
			৫. বিস্কুট	০১ প্যাকেট
			৬. মশুরের ঢাল	০১ কেজি
			৭. পানি বিশুদ্ধ করন টেবলেট	এক বোতল
			৮. স্যালাইন	০৪ টি

১১.প্রশিক্ষন:

জ্ঞান-বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা সম্মিলিত জীব হলো মানুষ। মানুষের মাঝেই আছে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা। কিন্তু দেখা যায় যে, এ সৃষ্টির ক্ষমতা কারও মাঝে সুপ্ত অবস্থায় থাকে আবার কারো মাঝে সৃষ্টির ক্ষমতা প্রকাশিত হলেও উপযুক্ত পরিবেশ বা ন্যুন্যতম সহায়তার অভাবে প্রসার লাভে বিঘ্ন ঘটে। তাই এ সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের গুরূত্ব অপরিসীম। তাই ওআরএ তার নিজস্ব দক্ষ জনবলের মাধ্যমে কর্মী এবং উকারভোগীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। নিম্নে প্রশিক্ষনের তথ্য প্রদান করা হলো:

১২.ক:উপকার ভোগী প্রশিক্ষন:

উপকারভোগীদের প্রশিক্ষন:

ক্র.নং	ট্রেনিং/ কর্মশালার নাম	অংশ গ্রহন কারী		মোট	প্রশিক্ষনের ধরন	সময় কাল
		পুরুষ	মহিলা			
০১	শাখ সব্জী চাষ প্রশিক্ষন	০৩	১২৮৭	১২৯০	অনাবাসিক	০২ দিন
০২	মাঠ ফসল প্রশিক্ষন	-	১৪৫	১৪৫	অনাবাসিক	০২ দিন
০৩	সমন্বিত বসত বাড়ী উন্নয়ন	-	১২০০	১২০০	অনাবাসিক	০৪ দিন
০৪	মৎস চাষ প্রশিক্ষন	-	৩০০	৩০০	অনাবাসিক	০২ দিন
০৫	ইউনিয়ন দুর্যোগ প্রতিরোধ কমিটির প্রশিক্ষন	১৭৯	৭৩	২২২	অনাবাসিক	০৩ দিন
০৬	ছাগল পালন প্রশিক্ষন	-	৩০০	৩০০	অনাবাসিক	০২ দিন
০৭	আয় ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টি প্রশিক্ষন	-	২৫০	২৫০	অনাবাসিক	০২ দিন
০৮	ভিডিসি মেম্বারদের সুশাসন ও হিউম্যান রাইটস প্রশিক্ষন	-	২৫০	২৫০	অনাবাসিক	০২ দিন
০৯	ভেকসিনেশন প্রশিক্ষন	-	৪৮	৪৮	আবাসিক	০৩ দিন
১০	গরু পালন প্রশিক্ষন	-	৫০	৫০	অনাবাসিক	০২ দিন
১১	ভিডিসি মেম্বারদের আর্থিক ও রেকর্ড সংরক্ষন বিষয়ক প্রশিক্ষন	১৭০	৩০	২০০	অনাবাসিক	০২ দিন
১২	শিক্ষক অভিভাকদের জন্য সমস্যা চিহ্নিত করন ও পরিকল্পনা তেরী প্রশিক্ষন			২১০	অনাবাসিক	০১ দিন
১৬	স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশিক্ষন	১১২	৪২	১৫৪	অনাবাসিক	০১ দিন

কর্মীদের প্রশিক্ষন:

ক্র.নং	ট্রেনিং/ কর্মশালার নাম	অংশ গ্রহন কারী		মোট	প্রশিক্ষনের ধরন	সময় কাল
		পুরুষ	মহিলা			
০১	সৌহার্দ্দ কর্মসুচীর কৌশললগত ও পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষন	২৬	০৬	৩২	আবাসিক	০৪ দিন
০২	শিক্ষকদের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা	-	১৪ জন	১৪ জন	আবাসিক	০৫ দিন
০৩	পিএলসিইএইচডি -এর সহায়ক সহায়িকাদের মৌলিক প্রশিক্ষন	১৫	১৫	৩০	অনাবাসিক	০৬ দিন
০৪	মূল চারটি কাজের উপর মৌলিক প্রশিক্ষন	২৯	০৭	৩৬	আবাসিক	০২ দিন
০৫	কৃষি ভলান্টিয়ারদের রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষন	৩৫	২২	৫৭	আবাসিক	০২ দিন
০৪	নাট্য কর্মীদের প্রশিক্ষন	০৮	০৩	১১	অনাবাসিক	০৫ দিন
০৫	পিএলসিইএইচডি -এর সহায়ক সহায়িকাদের মাষ্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষন	০১	০১	০২	আবাসিক	০৬ দিন
০৬	পিএলসিইএইচডি -এর সহায়ক সহায়িকাদের রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষন	১৬	১৫	৩১	অনাবাসিক	০৬ দিন

উপসংহার:

অধিকার আদায় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সামর্থ্যতা অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন কোন কথার কথা নয়। এটা একটি প্রক্রিয়ার ব্যাপারতো বটেই এবং সময়েরও ব্যাপার। তা ছাড়াও রয়েছে দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পদক্ষেপ। ভিত্তহীনদের আজকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের অবস্থান যেমন একদিনে ঘটেনি, ঠিক তেমনি এ অবস্থান থেকে তাদের উত্তরণও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটবে না। তবে আমাদের স্বস্ব অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের চেষ্ঠা করে যেতে হবে। বস্তুত পক্ষে পৃথিবীতে কোন চেষ্টাই আজ পর্যন্ত ব্যর্থ যায়নি, যদি না সে চেষ্টায় আন্তরিকতা ও অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অভাব না ঘটে। ও,আর,এ মনে করে যদি তাদের দাযিত্বশীল কর্মী বাহিনীকে নিয়ে তার কর্ম এলাকায় সংগঠিত দলীয় সদস্যদের নিয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যায় তবে, জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে। ও,আর,এ প্রকৃত পক্ষে চায় সামর্থ্য অনুযায়ী লক্ষীত জনগোষ্ঠীর মাঝে অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব ভিত্তিক কর্ম প্রচেষ্ঠার বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের দায়িত্বশীল উন্নয়ন।

সংস্থার সাধারন পরিষদের সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্র.নং	নাম	ঠিকানা	পেশা
০১.	মো: তৌফিকুজ্জমান খান	তৌফিক ষ্টীল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইশাখাঁ রোড, তমাল তলা, জিলা:কিশোরগঞ্জ	ব্যবসা
০২.	মো: জালাল উদ্দীন	জেমিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, জিলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
০৩	এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম	গ্রাম: রামনগর,পো: জয়কা,উপজেলা: করিমগঞ্জ,জেলা: কিশোরগঞ্জ।	চাকুরী (বেসরকারী)
০৪.	মো: আনোয়ারুল হুদা	৪৪২,চর শোলাকিয়া, জিলা:কিশোরগঞ্জ	ব্যবসা
০৫.	মোছা: শেলীনা আক্তার	গ্রাম: নানশ্রী, পো: নানশ্রী, করিমগঞ্জ, জিলা: জিলা:কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
০৬.	হাসিনা আক্তার	কাজী নজরুল ইসলাম রোড শোলাকিয়া, জিলা: জিলা:কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
০৭.	সুফিয়া আক্তার খাতুন	গ্রাম:হাই-ধনখালী, পো: +উপজেলা: করিমগঞ্জ, জিলা: কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
০৮.	মো: মাহবুবুল আলম	গ্রাম:হাজীপুর,পো:মাথিয়া, উপজেলা+ জেলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
০৯.	সাঈদা সুখায়না	গ্রাম: রামনগর, পো: জয়কা, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জিলা: কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
১০.	মো: বদরুল ইসলাম	গ্রাম: রামনগর, পো: জয়কা, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জিলা: কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১১.	মো: হুমায়ুন কবীর	গ্রাম: নানশ্রী, পো: জয়কা, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জিলা: কিশোরগঞ্জ	ব্যবসা
১২.	মো: নুরুল ইসলাম	গ্রাম: কলাবাগ, পো: জয়কা, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জিলা: কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১৩.	মো: সূলতান মাহমুদ	গ্রাম: মহব্বতপুর, পো: জংগল বাড়ী, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জিলা:কিশোরগঞ্জ	ব্যবসা
১৪.	মো: আলী আকবর	গ্রাম: গুলবাগ,পো: পাড়া বালিয়া, করিমগঞ্জ, জিলা:কিশোরগঞ্জ।	বেসরকারী চাকুরী
১৫.	মো: সিরাজুল হক	গ্রাম:দেহুন্দা,পো: দেহুন্দা, করিমগঞ্জ, জিলা:কিশোরগঞ্জ।	বেসরকারী চাকুরী
১৬.	মো: আসাদ উল্লাহ	গ্রাম: সিংগুয়া, পো:+ উপজেলা: করিমগঞ্জ, জিলা: জিলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১৭.	মো: জহিরুল ইসলাম	গ্রাম: কিরাটন বিহারকান্দা, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জিলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১৮.	মো: ইব্রাহীম	গ্রাম: কানাইনগর, পো:ক্কা, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জিলা: কিশোরগঞ্জ।	কৃষি
১৯.	মো: ওমর ফারুক	গ্রাম: পাটুয়া ভাংগা,পো: হুসেন্দী, উপজেলা:পাকুন্দিয়া, জিলা:কিশোরগঞ্জ।	ব্যবসা
২০.	মো: জয়নাল আবেদীন	গ্রাম: মথুরা পাড়া, পো: নানশ্রী, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জিলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
২১.	মো: গোলাম মস্তফা	গ্রাম: নানশ্রী, পো: নানশ্রী, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জিলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
২২.	মো: খাজেমুল ইসলাম খান	গ্রাম: গাংগাইল,পো: বৌলাই, উপজেলা,করিমগঞ্জ, জিলা:কিশোরগঞ্জ।	বেসরকারী চাকুরী
২৩.	মো: রোকন উদ্দীন	গ্রাম: কলাবাগ, পো: জয়কা, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জিলা:কিশোরগঞ্জ।	ব্যবসা